চুয়াডাঙ্গা জেলায় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রশাসনের যৌথ মহড়া

চুয়াডাঙ্গা জেলায় আসন্ন জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন পুলিশ র্যাব বিজিবি আনসার বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবং যেকোনো ধরনের নাশকতামূলক কার্যক্রমকে প্রতিহত করার লক্ষে আজ শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সকল স্তরের প্রশাসনের যৌথ ভাবে এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সের সমন্বয়ে গাড়ীবহর যোগে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত যৌথ মহড়ায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অধিনায়ক, ৬ বিজিবি, সহকারী পরিচালক, ৫৮ বিজিবি, স্কোয়ার্ড কমান্ডার, র্যাব-১২, পরিচালক, ১৪ আনসার ব্যাটালিয়ন, চুয়াডাঙ্গাগণের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে ডমিনেন্স প্যাট্রোলিং শেষে দামুড়হুদা মডেল থানাধীন জুড়ানপুর, মুক্তারপুর ও কোমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র, দর্শনা থানাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দোস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জীবননগর থানাধীন উথুলী বাসস্ট্যান্ড বাজার, আন্দুলবাড়ীয়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ভোটারসহ জনসাধারনের উদ্দেশ্য আগামী ০৭ই জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশ ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন এবং নির্বাচনের দিন উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদানের আহবান জানান। ভোট প্রদানে বাঁধার সৃষ্টি হলে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, পুলিশ কন্ট্রোলরুম, সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ ডিউটি অফিসার, ইউএনও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বৃন্দের মোবাইল নাম্বারে অথবা র্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনীর টিম কে তাৎক্ষণিকভাবে জানানোর পরামর্শ প্রদান করেন। যারা এ ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যাবস্থা নেয়া হবে বলে সাধারণ মানুষদের আশ্বস্ত করেন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বলেন,ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে সাদা পোশাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের নজরদারি থাকবে। সর্বশেষ, সার্বিক আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গার আপামর জনসাধারণের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা নেতৃত্বে স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ সহ অন্যান্য সহকারী কমিশনারগন উক্ত মহাড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান- পিপিএম-সেবা নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলামে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্)নাজিম উদ্দিন আল আজাদ-পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম জাবীদ হাসান, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ ডিবি, ট্রাফিক, দামুড়হুদা, দর্শনা ও জীবননগর থানা পুলিশের টিম অংশগ্রহণ করে।

চুয়াডাঙ্গা ৬বিজিবি লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ও মহেশপুর ৫৮ বিজিবি সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামানের নেতৃত্ব বিজিবি’র গাড়ীবহরের টিম অংশগ্রহণ করেন। র্যাব-১২ স্কোয়ার্ড কমান্ডার কিশোর রায়ের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এবং ১৪ আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক কামরুল হাসানের নেতৃত্ব একটি টিম এই যৌথ মহড়াই অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর-১ আসনে অনিশ্চয়তায়

নৌকা

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত। আাগমী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। বাকি মাত্র এক দিন। আজ সকাল ৮টায় শেষ হয়েছে প্রচারণা।

গতকাল শক্তিশালী দুই প্রার্থীই শেষ শোডাউনের মধ্যে দিয়ে জানান দিয়েছে লড়াইয়ের বার্তা। এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৫৬ জন এবং নারী ভোটার ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৮১ জন। ভোট কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ১১৭ টি। এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মূলত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মধ্যে। নির্বাচনী প্রচারণার খবর সংগ্রহের মাঝে ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক জনমত জরিপে স্থানীয় ভোটার, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পারা গেছে এই আসনে কেন্দ্র ভিত্তিক অনুমিত ফলাফলে কোথাও নৌকা প্রতীক, কোথাও বা ট্রাক প্রতীক এগিয়ে। আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে নৌকা ও ট্রাকের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

তবে এই আসনে প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা একে অপরের প্রতি ক্রমাগত বিষোদগার ও চরিত্রহন করেছেন। এতে ভোটের দিন কয়েক জায়গায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে ভোটারদের মধ্যে। মেহেরপুর পৌর এলাকায় মোট ১৩ টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে জনমত জরিপে নৌকা প্রতীকের ৩ টি ভোট কেন্দ্রে এগিয়ে থাকার বিপরীতে ট্রাক প্রতীক এগিয়ে রয়েছে ৮ টি ভোট কেন্দ্রে। হাড্ডা হাড্ডি লড়াই এর আভাস পাওয়া গেছে ২ টি কেন্দ্রে ।

একইভাবে কুতুবপুর ইউনিয়নের ১৪ টি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে নৌকা প্রতীক এগিয়ে রয়েছে ৩ টি ভোটকেন্দ্রে অপরদিকে ট্রাক প্রতীক এগিয়ে ৫ টি ভোটকেন্দ্রে তবে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেছে ৬ টি ভোট কেন্দ্রে।
বুড়িপোতা ইউনিয়নের ১২ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে সমানসংখ্যক চারটি করে ভোট কেন্দ্রে এগিয়ে আছে নৌকা ও ট্রাক প্রতীক। বাকি চারটি কেন্দ্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।